بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ১৩ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পরহুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

কিছু মানুষ মনে করে, ধর্ম এবং মাযহাব স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৭৯) অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের ওপর কোন অসহনীয় বা কঠিন বিষয় চাপানো হয় নি, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের বোঝা লাঘব করাই নয় বরং তাকে সকল প্রকারের সমস্যা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। অতএব খোদার এ উক্তিতে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম, যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে এমন কোন নির্দেশ নেই, যা তোমাকে সমস্যা কবলিত করবে বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ নির্দেশ থেকে নিয়ে বড় থেকে বড় প্রতিটি নির্দেশ আশীর্বাদ বয়ে আনে। অতএব মানুষের ধারণা ভুল। খোদার বাণী ভুল হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি হয়ে আমরা যদি তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে জীবনযাপন না করি, তাহলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করব। মানুষ বিবেকবুদ্ধি না খাটালে শয়তান, যে প্রথম দিন থেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে যে, 'আমি বিভ্রান্ত করে মানুষের ক্ষতি করব,' সে মানুষকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিবে। অতএব শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে হলে খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা আবশ্যক। কিছু বিষয় এমন আছে, আপাত দৃষ্টিতে যা অনেক তুচ্ছ মনে হয়, আর কালের প্রবাহে সেগুলোকে সামান্য মনে করার কারণে সেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। তাই একজন মু'মিনের কখনো আল্লাহ্ তা'লার কোন নির্দেশকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়।

বর্তমানে আমরা দেখি, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আর এ কারণেই তাদের ভালো-মন্দের মাপকাঠি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ যুগে আমরা দেখি, স্বাধীনতা এবং ফ্যাশনের নামে নর-নারীর মাঝে সর্বত্র নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত হওয়ার লক্ষণ হলো, প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, লজ্জাবোধ বলতে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আর এটি জানা কথা যে, এর কুফল আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপরও পড়বে, বিশেষ করে যারা এখানে বসবাস করে (তাদের ওপর)। আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পরিলক্ষিতও হচ্ছে।

যৌবনে পদার্পণ করতেই কতক মেয়ে আমাকে লিখে যে, ইসলামে 'পর্দা' করা আবশ্যক কেন? কেন আমরা টাইটফিট জিন্স ও ব্লাউজ পরে, বোরকা বা কোট ছাড়াই ঘর থেকে বাহিরে যেতে পারি না? ইউরোপের স্বাধীন মেয়েদের মত কেন আমরা পোশাক পরিধান করতে পারব না?

প্রথমত আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে ধর্মীয়-শিক্ষামালা আমাদেরকে মেনে চলতেই হবে। আমরা মুসলমান এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত- এই ঘোষণা দিতে হলে আমাদের অবশ্যই ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। এজন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং সে অনুসারে কাজ করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেছেন, "লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ।" **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীসঃ ৯)**

অতএব আমাদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য শালীন পোশাক এবং পর্দা আবশ্যক। স্বাধীনতা এবং আধুনিকতার নামে উন্নত বিশ্ব যদি লাজলজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়ে থাকে তাহলে এর পিছনে কারণ হলো, এরা ধর্ম থেকেও অনেক দূরে সরে গেছে। অতএব এক আহমদী মেয়ে, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, সে এই অঙ্গীকার করেছে যে, 'আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব।' এক আহমদী ছেলে, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, অথবা একজন আহমদী পুরুষ-নারী যে-ই মেনেছে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর এই প্রাধান্য দেয়া বা অগ্রগণ্য করা তখনই সম্ভব হবে যখন ধর্মের শিক্ষা অনুসারে আমল করা হবে। এটিও আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিটি কথা আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব এই পর্দাহীনতা এবং নির্লজ্জতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন:

"ইউরোপের মতো পর্দাহীনতার ওপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি মোটেই শোভনীয় নয়। নারীদের এই লাগামহীন স্বাধীনতাই পাপাচার ও অনাচারের মূল। যেসব দেশ এরূপ বলগাহীন স্বাধীনতাকে প্রচলিত রেখেছে, তাদের চারিত্রিক অবস্থার কথা একটু চিন্তা কর। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার কারণে যদি তাদের সম্ভ্রম ও পবিত্রতার মান উন্নত হয়, তাহলে আমরা মেনে নিব যে, আমরা ভ্রান্তিতে রয়েছি। কিন্তু এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, নরনারী যখন যৌবনে পদার্পন করে আর একই সাথে স্বাধীন ও পর্দাহীন হয়, তখন তাদের সম্পর্কের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে! কামলোলুপ দৃষ্টি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাস্ত হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। পর্দার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে মানুষ অনাচার, কদাচার এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায় আর স্বাধীনতা যেখানে লাগামহীন, সেখানে কী না হবে? পুরুষদের অবস্থা একটু বিশ্লেষণ কর, তারা কীভাবে বল্গাহীন ঘোড়ার মতো হয়ে গেছে। খোদাভীতিও নেই আর পরকালের বিশ্বাসও নেই। জাগতিক ভোগবিলাসকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাই সর্ব প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হলো এই স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার পূর্বে পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন কর। যদি এর সংশোধন হয়ে যায়, আর নিদেনপক্ষে পুরুষদের ভেতর যদি এতটা শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তারা রিপুর তাড়নার শিকার হবে না, তখন এ বিতর্কের সূত্রপাত করতে পার যে, পর্দা আবশ্যক কী-না? নতুবা বর্তমান অবস্থায় এ কথার ওপর জোর দেয়া যে, 'স্বাধীনতা চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই'- এটি বাঘের সামনে ছাগল উপহার দেয়ার নামান্তর। এদের কী হয়েছে যে, কোন কথার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা

করে না। অন্ততপক্ষে এদের বিবেক-বুদ্ধি তো খাটানো উচিত। পুরুষদের কি এতটা সংশোধন হয়ে গেছে যে, মহিলাদেরকে পর্দা ছাড়াই তাদের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে?" **(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫, যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৮৫ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)**

আজকের সমাজে যেসব পাপাচার আমাদের চোখে পড়ে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি অক্ষরের সত্যায়ন করে। অতএব প্রত্যেক আহমদী ছেলে-মেয়ে এবং নরনারীকে নিজেদের লজ্জাশীলতার মান উন্নত করে সমাজের নোংরামি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় বা এ বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, পর্দা কেন আবশ্যক? কেন আমরা টাইটফিট জিন্স এবং ব্লাউজ পরতে পারব না। এটি পিতামাতা, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব যে, ছোটকাল থেকেই ছেলে-মেয়েদের ইসলামী শিক্ষা এবং সমাজে প্রচলিত পাপাচার সম্পর্কে অবহিত করা। তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর নামসর্বস্ব উন্নত সমাজের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এসব দেশে বসবাস করে সন্তানসন্ততিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে এবং লজ্জাশীলতার সুরক্ষা ও হেফাজতের জন্য অনেক বড় সংগ্রামের প্রয়োজন। এর জন্য নিজেদের উন্নত নমুনা প্রদর্শন করতে হবে।

সম্প্রতি এক মেয়ে আমাকে পত্র লিখেছে যে, আমি শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ এগিয়ে গেছি, ব্যাংকে ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি জানতে চাই, সেখানে যদি পর্দা এবং হিজাবের ওপর বিধিনিষেধ থাকে আর কোট পরিধানের অনুমতিও যদি না থাকে, তাহলে আমি কি এ চাকরি করতে পারব? কাজ থেকে বেড়িয়েই পর্দা করব। সে আরো লিখেছে, আমি শুনেছি, আপনি বলেছেন, যেসব মেয়ে চাকরি করে, তারা তাদের কর্মস্থলে বোরকা বা হিজাব খুলে কাজ করতে পারে। এই মেয়ের ভেতর কমপক্ষে এতটা সততা রয়েছে যে, সে একথাও লিখেছে, আপনি নিষেধ করলে আমি চাকরি করব না। এটি আমি এজন্য বলছি যে, শুধু একজনেরই নয় বরং বেশকিছু মেয়ের একই প্রশ্ন। তাই প্রথম কথা হলো, আমি বলে থাকলে ডাক্তারদের কোন কোন ক্ষেত্রে অপারগতার কারণে বলেছি, সেখানে প্রচলিত বোরকা বা হিজাব পরে কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন-অপারেশনের সময় তাদের পোশাক এমন হয়ে থাকে যে, মাথায় টুপি থাকে, মাস্ক থাকে আর ঢিলেঢালা গাউন পরিধান করে। এছাড়া ডাক্তাররাও পর্দার ভেতর থেকে কাজ করতে পারে। রাবওয়াতে আমাদের ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তার ফাহমিদা সাহেবা। তাকে সব সময় আমরা পর্দাবৃত অবস্থায় দেখেছি। এছাড়া ডাক্তার নুসরত জাঁহা সাহেবা ছিলেন, খুবই ভালো পর্দা করতেন। তিনি এখানেও (অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে) পড়ালেখা করেছেন আর প্রত্যেক বছর নতুন গবেষণা অনুসারে স্বীয় যোগ্যতার মানকে উন্নত করার জন্য লন্ডনেও আসতেন। কিন্তু সব সময় পর্দা করে চলতেন। বরং তিনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পর্দা করতেন। এখানকার কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে কখনো আপত্তি করে নি। তার কাজ সম্পর্কে কেউ আপত্তি করতে পারে নি আর তার পেশাদারী দক্ষতায়ও কোন প্রভাব পড়ে নি। অনেক বড় বড় অপারেশনও তিনি করেছেন। তাই ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার সদিচ্ছা থাকলে, উপায়ও বেরিয়ে আসে।

অনুরূপভাবে নারী গবেষকদেরকে আমি বলেছিলাম, কোন মেয়ে যদি মেধাবী হয়ে থাকে এবং সে গবেষণা-কর্ম করে আর গবেষণাগারে তাকে (আবশ্যকীয়ভাবে) বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয়, (তাহলে) সেখানে হিজাব না নিয়েও সেই পরিবেশ-নির্ধারিত পোশাক সে পরিধান করতে পারে। আর সেখানেও অর্থাৎ গবেষণাগারে তারা টুপি ইত্যাদি পরে, কিন্তু বাহিরে বের হতেই সেই ইসলাম নির্দেশিত পর্দা করা উচিত। ব্যাংকের চাকরি এমন কোন চাকরি নয়, যার মাধ্যমে মানবসেবা হতে পারে। তাই সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে পর্দা শিথিল করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। অথচ এটি এমন চাকরি, যেখানে সে নৈমিত্তিক (Casual) পোশাকে এবং মেক-আপে থাকে। এমন চাকরিস্থলের জন্য বিশেষ কোন পোশাক নেই। তাই স্মরণ রাখতে হবে, লজ্জাশীলতার সুরক্ষার জন্য শালীন পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। এখন পর্দার যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, তা শালীন পোশাকেরই একটি রূপ। আপনি যদি পর্দার ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখান, তাহলে বিভিন্ন অজুহাতে শালীন পোশাকেও আপনি পরিবর্তন করতে থাকবেন। আর এই সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবেন যেখানে পূর্ব থেকেই নির্লজ্জতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুবাদী মানুষ অনেক আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে, যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করে, বিশেষ করে মুসলমান, তাদেরকে কীভাবে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়া যায়। সুইজারল্যান্ডে এক মেয়ে মামলা করেছে যে, ছেলেদের সাথে সাঁতার কাটতে আমি অস্বস্তিবোধ করি। স্কুল আমাকে ছেলেদের সাথে একত্রে সাঁতার কাটতে বাধ্য করে। আমাকে মেয়েদের সাথে পৃথকভাবে সাঁতারের অনুমতি দেয়া হোক। মানবাধিকার কর্মী, যারা মানবাধিকারের বড় ধ্বজাধারী, তারা বলে, তুমি পৃথক সাঁতার কাটতে চাও ভালো কথা, এটি তোমার ব্যক্তিগত অধিকার, কিন্তু এটি এমন বড় কোন ইস্যু নয়, যার জন্য তোমার পক্ষে রায় দেয়া যেতে পারে। যেখানে ইসলামী শিক্ষা এবং নারীর লজ্জাশীলতার প্রশ্ন আসে, সেখানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন অজুহাত দেখায়। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের পূর্বের চেয়ে বেশি সাবধান হতে হবে। কোন কোন দেশে স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সাঁতার কাটা যদি আবশ্যক হয়ে থাকে, তাহলে ছেলেমেয়েরা সাঁতারের পুরো পোশাক, যাকে বুরকিনী (Burkini) বলা হয়, তা পরিধান করে সাঁতার কাটবে, যেন তাদের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, আমাদেরকে শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে। পিতামাতার উচিত সন্তানদেরকে বুঝানো যে, ছেলে এবং মেয়েদের সাঁতার পৃথক পৃথক স্থানে হওয়া উচিত আর এর জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টাও করা উচিত।

ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধ ধ্বংস করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এরা বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ধর্মকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, যেন তাদের বিরুদ্ধে কেউ এই আপত্তি করতে না পারে যে, দেখ! বাহুবলে ধর্মকে ধ্বংস করছে। বরং এরা চায় এদের যেন সহমর্মী মনে করা হয় আর তারা শয়তানের মতো সাধু সেজে সুকৌশলে হামলা করতে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে,

এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কাজেই এর জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে আর কষ্টও সহ্য করতে হবে। আমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না, কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে এদের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজকে আমরা যদি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ তাদের একটি কথা গ্রহণ করি, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক কথা আর অনেক শিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হতে থাকবে। একইসাথে দোয়ার ওপরও আমাদের জোর দিতে হবে, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এসব শয়তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার শক্তি ও মনোবল দান করেন এবং সাহায্য করেন। আমরা যদি সত্যের ওপর অবিচল থাকি আর অবশ্যই আমরা সত্যের ওপর রয়েছি, তাহলে একদিন আমাদের বিজয়ও সুনিশ্চিত। ইসলামী শিক্ষামালাই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"সত্যের ভেতর এক সাহসিকতা এবং বীরত্ব থাকে আর মিথ্যাবাদী ভীরু হয়ে থাকে। যার জীবন অপবিত্রতা, নোংরামি ও পাপাচারে কলুষিত, সে সবসময় ভীত-ত্রস্ত থাকে আর মোকাবিলা করার সাহস রাখে না। একজন সত্যবাদী মানুষের মত সে বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে নিজের সত্যতা প্রকাশ করতে পারে না, নিজের পবিত্রতার প্রমাণও দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়েই তোমরা চিন্তা করে দেখ! এমন কে আছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সামান্য স্বচ্ছলতা দান করলে তার কোন হিংসুক থাকে না। প্রত্যেক সংগতিশালী ব্যক্তির অবশ্যই হিংসুক থাকে আর তার পিছনে লেগে থাকে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শয়তানও সংশোধনের শত্রু। তাই মানুষের উচিত, নিজের হিসাব পরিষ্কার রাখা আর খোদার সাথে লেনদেন স্বচ্ছ রাখা। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট রাখ, কাউকে ভয় করো না এবং কারো তোয়াক্কা করো না। এমন বিষয়াদিও এড়িয়ে চলা উচিত, যার ফলে সে নিজেই শাস্তির শিকার হতে পারে। কিন্তু এগুলোর কিছুই অদৃশ্য সত্তার সাহায্য এবং খোদা প্রদত্ত তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। নিছক মানবীয় প্রচেষ্টা কোন কিছু করতে পারে না, যতক্ষণ খোদার কৃপা সাথী না হয়। خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (সূরা আন্ নিসা: ২৯) অর্থাৎ মানুষ অক্ষম ও দুর্বল, ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং চতুর্দিক থেকে সমস্যা কবলিত। তাই দোয়া করা উচিত, খোদা তা'লা যেন পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দেন আর অদৃশ্য সাহায্য এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করেন।" **(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৫২, যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৮৫ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)**

অতএব দোয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আমাদের মানাতে হবে আর এর জন্য খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যান্য ধর্ম চিরস্থায়ী নয়। সেগুলো নিজ নিজ সময়ে এসেছে আর স্বীয় যুগের শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণ করে গত হয়ে গেছে। সে জন্যই তাদের ধর্মীয় পুস্তকাবলীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। কিন্তু ইসলাম আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং এটি চিরস্থায়ী ধর্ম। আর কুরআনী শিক্ষা চিরকালের জন্য। তাই কোন হীনমন্যতার শিকার না হয়ে

আমাদের স্বীয় শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত আর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর অন্যদেরও বলা উচিত যে, তোমরা যেসব কথা বল, তা খোদার ইচ্ছা-পরিপন্থী আর তা ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যা মানুষকে অন্যায় বিধিনিষেধের শিকলে আবদ্ধ করবে, বরং প্রয়োজন অনুসারে এর শিক্ষায় ছাড়ও রয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, কিছু রোগিণী এমন হয়ে থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে যাদের পুরুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। তাই ডাক্তার বা রোগীর জন্য পর্দার ক্ষেত্রে কোন (অনর্থক) কঠোরতা নেই। মানবজীবন রক্ষা এবং মানবজীবনকে কষ্টমুক্ত করাই হলো এর প্রধান উদ্দেশ্য। সে কারণেই সমস্যার সময় বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মৃত-প্রাণী এবং শুকরের মাংস খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র জীবন-রক্ষার খাতিরে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ঔষধে এলকোহল (alcohol) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেভাবে শয়তানী অপশক্তি আমাদেরকে পরিচালিত করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হলো, ধীরে ধীরে ধর্মীয় সীমারেখা মুছে দেয়া এবং ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা। আর এর বিরুদ্ধে আমাদের অর্থাৎ আহমদীদেরকেই জিহাদ করতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি আমরা ইসলামী শিক্ষাকে সবকিছুর ওপর গুরুত্ব দেই এবং খোদার সামনে ঝুঁকি ও বিনত হই, যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে আমাদের সাফল্য আসে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তরবারির কোন জিহাদ নেই, বরং প্রবৃত্তির সংশোধনের জিহাদ রয়েছে। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান, আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরাই আমার সম্বোধিত। তাদের উচিত দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা আর যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন দেশের উন্নতি সাধনকল্পে উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। এমনটি যদি হয়, তাহলে শয়তানী অপশক্তির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে (আর তারা এটি বলতে বাধ্য হবে যে,) এরা এমন মুসলমান, যারা দেশ ও জাতিকে উন্নতির প্রকৃত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট। এরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না। এদেরকে এবং বিভিন্ন সরকারকে মানাতে হবে যে, আমাদের ধর্মীয়-শিক্ষার কারণে আমরা যদি কোন বিষয়কে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেই বা কোন কিছু মেনে চলি, তাহলে সেই বিষয়ে সরকার বা আদালতের নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। এর ফলে অশান্তি ও অভিযোগ দানা বাঁধবে। স্থানীয় লোকদের মাঝে এবং অভিবাসীদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে, যাদেরকে তারা শরণার্থী বলে থাকে। অথচ এখন তাদের অনেকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম এখানে বসবাস করছে। হ্যাঁ, কেউ যদি দেশের কোন ক্ষতি করে, দেশের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং দেশে মিথ্যা ও ঘৃণা ছড়ায়, তাহলে তাদেরকে ধরে শাস্তি দেয়ার অধিকার সরকারের রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় কোন শিক্ষা মানতে বারণ করে এটি বলার কোন অধিকার তাদের নেই যে, এরূপ করলে এর অর্থ হবে, সমাজের মূল ধারায় তোমরা অঙ্গীভূত হচ্ছ না।

আহমদীদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগ খুবই ভয়াবহ এক যুগ। শয়তান চতুর্দিক থেকে জোরালো আক্রমণ করছে। মুসলমান, বিশেষ করে আহমদী নরনারী, যুবক-যুবতী নির্বিশেষে সবাই যদি ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করে, তাহলে আমাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং আমরা অন্যদের চেয়ে বেশি ঐশী রোষানলে পড়ব, কেননা আমরা সত্য বুঝেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলি নি। অতএব আমরা যদি নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রতিটি ইসলামী শিক্ষার প্রতি আত্মবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে জীবন যাপন করা আবশ্যক। একথা মনে করবেন না যে, এসব উন্নত দেশের উন্নতি আমাদের অগ্রগতি এবং আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিবে। আর এগুলোর অন্ধ অনুকরণের মাঝেই বুঝি আমাদের জীবন নিহিত। এসব উন্নত জাতি জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। আর এখন এদের চরিত্রের যা অবস্থা বা এদের নৈতিকতা বিবর্জিত সমস্ত কর্মকাণ্ড এদেরকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর এর লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে। খোদার ক্রোধকে এরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং নিজেদের ধ্বংসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরই মানবিক সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে, এদের অনুকরণ করার পরিবর্তে সঠিক পথের দিশা দিয়ে তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। যদি এদের সংশোধন না হয়, যা এদের অহংকার এবং ধর্মের সাথে দূরত্বের কারণে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়, তাহলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর উন্নতির ক্ষেত্রে সেসব জাতি ভূমিকা পালন করবে, যারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

অতএব যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে, বিশেষ করে যুবক শ্রেণিকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হবে। জাগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এর অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে জগদ্বাসীকে নিজের পেছনে চালানোর চেষ্টা করুন। পর্দা এবং পোশাকের বরাতে আমি কথা আরম্ভ করেছিলাম। এ প্রেক্ষাপটে একথাও বলতে চাই আর পরিতাপের সাথে বলতে চাই যে, 'কেউ কেউ বলে, ইসলাম এবং আহমদীয়াতের উন্নতি কি কেবল পর্দার ওপরই নির্ভরশীল? কেউ বলে, এই শিক্ষা এখন সেকেলে। তাই আমাদেরকে যদি জগদ্বাসীর মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে এগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে' (নাঊযুবিল্লাহ্)। কিন্তু এমন লোকদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, জগত-পূজারীদের পদাঙ্ক যদি অনুসরণ করেন আর তাদের মতো জীবন যাপন করেন, তাহলে এই পৃথিবীর মোকাবিলা করার পরিবর্তে নিজেরাই জাগতিকতায় নিমজ্জিত হয়ে যাবেন। ধীরে ধীরে নামাযেরও কেবল বাহ্যিকতাই অবশিষ্ট থেকে যাবে বা অন্য কোন পুণ্য থাকলে বা ধর্মীয়-শিক্ষা মেনে চলা হলে সেটিও কেবল বাহ্যিকতা সর্বস্ব হবে আর তা-ও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে।

অতএব খোদার কোন নির্দেশকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এটি সত্যিই ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। ইসলামের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় আবশ্যক এবং অবধারিত, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার বাধ্যবাধকতা শুধু নারীদের জন্যই নয়। ইসলামী

বিধিনিষেধ কেবল নারীদের জন্য নয়, বরং নরনারী উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শালীনতা ও লজ্জাশীলতা এবং পর্দার নির্দেশ প্রথমে পুরুষদেরই দিয়েছেন। তিনি বলেন, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (সূরা আন্ নূর: ৩১) অর্থাৎ তুমি মু'মিনদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে। এটি তাদের জন্য সর্বাধিক পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।

মু'মিন পুরুষকে আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে সম্বোধন করেছেন যে, দৃষ্টি অবনত রাখ, কেন? এজন্য যে, ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ এটি তাদের পবিত্রতার জন্য আবশ্যক। যদি পবিত্রতা না থাকে, তাহলে খোদা লাভ হয় না। তাই মহিলাদের পর্দার কথা বলার পূর্বে পুরুষদেরকে বলেছেন যে, প্রত্যেক এমন বিষয় এড়িয়ে চল, যার ফলে তোমাদের উগ্র কামনা-বাসনা জাগ্রত হতে পারে। বাছবিচারহীনভাবে মহিলাদেরকে দেখা, তাদের সাথে অবাধ মেলামেশা করা, নোংরা চলচ্চিত্র দেখা, না-মাহরামদের সাথে ফেসবুক (facebook) বা অন্য কোন মাধ্যমে চ্যাট বা ক্ষুদেবার্তা আদান-প্রদান করা- এই বিষয়গুলো পবিত্রতাকে পদদলিত করে। সে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন:

"এটি খোদার উক্তি, যিনি স্বীয় উন্মুক্ত এবং অতি স্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কথা, কর্ম, উঠাবসা, চলাফেরায় নির্দিষ্ট ও সুবিদিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর মানবিক শিষ্টাচার ও পবিত্র রীতিনীতি শিখিয়েছেন। চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গের সুরক্ষার জন্য তিনি তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ (সূরা আন্ নূর: ৩১) অর্থাৎ মু'মিনদের উচিত, তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে না-মাহরাম থেকে হিফাযত করা, প্রত্যেক অদর্শনীয়, অশ্রবনীয় এবং অকরণীয় থেকে বিরত থাকা। আর এ রীতি তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার কারণ হবে। অর্থাৎ তাদের হৃদয় সকল প্রকার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা প্রায়শ এ সব অঙ্গই কামনা-বাসনায় সুড়সুড়ি দেয় এবং পাশবিক শক্তিবৃত্তিকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়। এখন দেখুন! পবিত্র কুরআন না-মাহরাম থেকে নিরাপদ থাকার ওপর কতটা গুরুত্বারোপ করেছে আর কত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, বিশ্বাসীরা যেন তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখে আর অপবিত্র স্থান এবং উপলক্ষ থেকে যেন এগুলোর সুরক্ষা করে।" **(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৯, টীকা)**

দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুনরায় তিনি (আ.) বলেন:

"দৃষ্টি অর্ধনিমীলিত রেখে অদর্শনীয় জায়গায় দৃষ্টি দেয়া থেকে আত্মরক্ষা করা আর যা দেখা বৈধ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার রীতিকে আরবীতে 'গয্যে বসর' বলা হয়।" অর্থাৎ যা দেখার অনুমতি নেই অর্ধ উন্মীলিত দৃষ্টিতে তা দেখা মাত্রই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়া এবং বৈধ বিষয়াদির প্রতি খোলা চোখে দৃষ্টিপাত করাকে আরবীতে 'গয্যে বসর' বলা হয়। "আর প্রত্যেক পরহেযগার ব্যক্তি, যে হৃদয়কে পবিত্র রাখতে চায়, তার পশুর মত লাগামহীনভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টি হানা বা তাকানো

উচিত নয়। বরং তার জন্য আধুনিক সংস্কৃতির এ যুগে দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস করা আবশ্যক। আর এটি সেই আশিসময় অভ্যাস, যার কল্যাণে তার এই স্বাভাবিক সহজাত অবস্থা উন্নত নৈতিকগুণে পর্যবসিত হবে আর তার সামাজিক জীবনযাত্রাও প্রভাবিত হবে না। এটিই সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র যাকে 'ইহ্সান' বা সুরক্ষিত দূর্গ এবং 'ইফফাত' বা সতীত্ব বলা হয়।" **(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)**

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) আরো সুস্পষ্ট করে বলেন:

"মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন না-মাহরাম এবং কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করার মতো বিষয় দেখা থেকে নিজেদের চোখ এতটা বন্ধ রাখে যেন চেহারা পুরোপুরি চোখে না পড়ে আর চেহারার ওপর লাগামহীনভাবে দৃষ্টি যেন নিবদ্ধ না করে। চোখ পুরোপুরি উন্মীলিত না রাখার বিষয়টি যেন সে নিশ্চিত করে, কামনার দৃষ্টিতেও নয় আর কামনাহীন দৃষ্টিতেও নয়। কেননা এমনটি করা চূড়ান্ত পর্যায়ের স্খলনের কারণ হয়। বিধিনিষেধহীন অবস্থায় পবিত্রতা বজায় থাকে না আর অবশেষে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আর হৃদয় ততক্ষণ পবিত্র হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি পবিত্র না হবে; আর সেই পবিত্র মাকাম এবং মর্যাদা, যে পর্যায়ে সত্যান্বেষীর পদচারণা করা উচিত- তা অর্জিত হতে পারে না। এ আয়াতে এই শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, দেহের সেসব ছিদ্রের সুরক্ষা আবশ্যক, যে পথে পাপ অনুপ্রবেশ করতে পারে। 'ছিদ্র' শব্দ, যা এই আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে, এতে লজ্জাস্থান, কান, নাক এবং মুখ সবই অন্তর্ভুক্ত। দেখ! এই সমূহ-শিক্ষা কত উন্নত মান এবং মহিমা-সম্মত, যার ওপর অযৌক্তিক কোন জোর দেয়া হয় নি আর অতিরঞ্জন বা অপ্রতুলতাও যাতে নেই আর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভারসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিটি কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হবে যে, লাগামহীনভাবে দেখো না- এই নির্দেশের মর্ম হলো, মানুষ যেন কখনো পরীক্ষায় নিপতিত না হয় আর নরনারী উভয়ের কেউই যেন স্খলিত না হয়।" **(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ:১৬৪-১৬৫)**

অতএব এই হলো পুরুষদের জন্য ইসলামী-শিক্ষা, আগে তাদের ওপর সকল অর্থে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এরপর মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব সাবধানতা সাপেক্ষে পর্দার বিষয়ে তোমাদেরকে যত্নবান থাকতে হবে। এসব দেশ, যেখানে লজ্জাবোধ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে, আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, পর্দার প্রয়োজন নেই। পর্দাহীনতা এবং অন্যায় বন্ধুত্ব অনেক অপছন্দনীয় বিষয়ে পর্যবসিত হচ্ছে, আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের যদি পুরুষের সাথে একত্রে সাঁতার কাটার অনুমতি না থাকে, তাহলে পুরুষদেরও মহিলাদের সাথে সাঁতার কাটার অনুমতি নেই।

অতএব এসব বিধিনিষেধ কেবল নারীদের জন্য নয় বরং পুরুষদের জন্যও বটে। মহিলাদেরকে দেখে পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে মহিলাদের সম্মানের সুরক্ষা করা হয়েছে। অতএব ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যা পাপের আশঙ্কাকে দূর করে।

জার্মানিতে গত জলসা সালানার সময় মহিলাদের তাঁবুতে নরনারীর মধ্যে পার্থক্য, তাদের দায়দায়িত্ব এবং তাদের কর্তব্য অর্থাৎ প্রত্যেকের যে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে (সে সম্পর্কে) এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এক জার্মান মহিলা এসেছিলেন, তিনি আমার পুরো বক্তৃতা শুনে বলেছেন, পূর্বে আমি মনে করতাম, ইসলাম মহিলাদের অধিকার পদদলিত করে, কিন্তু আজকে আপনার বক্তব্য শুনে আমি জানতে পেরেছি, ইসলাম নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান অধিক সংবেদনশীলতার সাথে বর্ণনা করে এবং প্রতিষ্ঠা করে। অতএব কোন আহমদী মেয়ে বা ছেলে বা মহিলার কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীকে শান্তি-ধামে পরিণত করবে আর খোদার দিকে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করবে। জগৎ একদিন বুঝতে পারবে, ইসলামী শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং তা মেনে চলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার এবং নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর মহিলাদেরকেও বিশদভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদেরকেও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। আর এটি বলেছেন যে, পর্দা কীভাবে করতে হবে আর কার সামনে পর্দা করতে হবে। তোমরা যদি এ কথাগুলো মেনে চল, তাহলে সফল হবে। শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পর্দা এবং লজ্জাবোধ তোমাদের সাফল্যের প্রতীক। এতে তোমাদের ইহকাল এবং পরকালের সাফল্য সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সূরা আন্ নূর: ৩২) অর্থাৎ আর তুমি মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য কেবল তা ছাড়া যেন প্রদর্শন না করে, যা স্বতই প্রকাশ পায় এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়, তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের (সমশ্রেণির) নারী অথবা তাদের অধিকারভুক্তগণ অথবা এরূপ পুরুষ পরিচারক, যারা দুষ্কর্মপ্রবণ নয় অথবা অল্পবয়স্ক শিশু, যারা এখনো নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করে নি- এরা ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন এমন ভঙ্গিতে না হাঁটে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত হও, যেন তোমরা সফল হতে পার।

পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দৃষ্টি সংযত রাখলে এবং পর্দা করলেই নারীর সম্ভ্রম এবং সম্মানের সুরক্ষা হবে। উন্নত বিশ্বে বা উন্নত দেশগুলোতে সম্মান এবং সম্ভ্রমের হিফাযতের মানদণ্ডই বদলে গেছে। না-মাহরামদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি ছেলে এবং মেয়ের সম্মতিতে হয়, তাহলে

সেটি ব্যভিচার নয়। আর যদি সম্মতি না থাকে, তাহলে সেটিকে ব্যভিচার আখ্যায়িত করা হয়। অধঃপতন যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় সে ক্ষেত্রে খোদার আশ্রয়ের সন্ধানের জন্য একজন মু'মিনকে অনেক বেশি দোয়া ও চেষ্টা করা উচিত।

ইসলামী শিক্ষা নিয়ে আপত্তিকারীরা বলে- নারীকে পর্দাবৃত করে, তাকে পর্দা করতে বলে তার অধিকার হরণ করা হয়েছে আর এতে অপরিপক্ক মন-মানসিকতার মেয়েরা অনেক সময় প্রভাবিত হয়। পর্দা বলতে ইসলাম বন্দিদশাকে বুঝায় না। গৃহের চার দেয়ালের মাঝে মহিলাকে আবদ্ধ রাখা এর উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, লজ্জাবোধ নিশ্চিত করা হলো উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন:

"আজকাল পর্দার ওপর হামলা করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে, ইসলামী পর্দার অর্থ গারদ নয়।" (অর্থাৎ কারাগার নয়)। "বরং এটি একপ্রকার বাধা, যাতে অপরিচিত নরনারী পরস্পরকে দেখার সুযোগ না পায়। পর্দা থাকলে স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অবশ্যই বলবে, নরনারী যেখানে অবাধ মেলামেশার এবং ভ্রমণের সুযোগ পায়, সেখানে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার শিকার হয়ে তারা যে হোঁচট খাবে না, তা কীভাবে বলা যায়? অনেক সময় শোনা এবং দেখা গেছে যে, এমন জাতিসমূহ অনাত্মীয় পুরুষ এবং মহিলার এক ঘরে দরজা বন্ধ রেখে অবস্থান করাকে অশোভন বা দোষের কিছু মনে করে না, যেন এটিই সভ্যতা! এসব কুফল থেকে বাঁচার লক্ষ্যেই ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক ঐসব বিষয়ের অনুমতিই দেন নি, যা কারো জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি বলেছেন যে, এমন পর-পুরুষ ও মহিলা যেখানে থাকে, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান। সে সব অপবিত্র পরিণাম সম্পর্কে একটু চিন্তা কর, লাগামহীন শিক্ষার কারণে ইউরোপ যাতে আজ ভুগছে। অনেক জায়গায় পতিতাদের মত চরম লজ্জাকর জীবন যাপন করা হচ্ছে। এগুলো এসব শিক্ষারই ফসল। কোন কিছুকে স্খলন থেকে বাঁচাতে চাইলে তার সুরক্ষা কর। যদি হিফাযত না কর আর এটি মনে কর যে, এরা ভালো মানুষ, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, সেই জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে। ইসলামী শিক্ষা কত পবিত্র শিক্ষা, যা নরনারীকে পৃথক পৃথক রেখে স্খলন থেকে রক্ষা করেছে আর মানুষের জীবন অসহনীয় এবং তিক্ত করে তুলে নি, যে কারণে ইউরোপ নিত্যদিনের কলহ-বিবাদ এবং আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করছে। কোন কোন ভদ্র মহিলার পতিতাসুলভ জীবন কাটানো সেই অনুমতিরই একটি ব্যবহারিক পরিণাম, যা পর-নারীকে বাছবিচারহীনভাবে দেখার জন্য দেয়া হয়েছে।" **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪-৩৫, যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৮৫ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)**

এরপর তিনি (আ.) পর্দার রীতি সম্পর্কে বলেছেন যে, কীভাবে পর্দা করা উচিত? তিনি (আ.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে না-মাহরামদেরকে দেখা থেকে বিরত রাখে আর নিজেদের কানকেও না-মাহরামদের শুনা থেকে বিরত রাখে, অর্থাৎ তাদের কামাতুর কণ্ঠ যেন না শোনে আর নিজেদের লজ্জাস্থানকে যেন ঢেকে রাখে।

অধিকন্তু নিজেদের সৌন্দর্যপূর্ণ অঙ্গগুলো না-মাহরামের সামনে যেন উন্মুক্ত না করে। আর নিজেদের ওড়নাগুলো এমনভাবে টেনে রাখা উচিত, যেন মাথা হয়ে বক্ষদেশ পর্যন্ত নেমে আসে অর্থাৎ বুক, উভয় কান, মাথা আর কানপট্টি- এ সবকিছু যেন চাদরের পর্দায় আবৃত থাকে। আর নৃত্যশিল্পীদের মতো যেন মাটিতে চরণ-নিক্ষেপ না করে। এটি সেই রীতি, যার প্রতিপালন স্খলন থেকে রক্ষা করতে পারে।" **(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)**

এখানে আমি এ কথাও স্পষ্ট করতে চাই যে, কোন কোন মহিলা এ প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আমরা মেকআপ করে থাকি, চেহারা ঢেকে রাখলে মেকআপ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পর্দা কীভাবে করব? প্রথমত মেকআপ না করা হলো ন্যূনতম পর্দা যার মানদণ্ড সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, চেহারা এবং ঠোঁট খোলা থাকতে পারে, তবে মুখাবয়বের বাকি অংশ ঢাকতে হবে। **(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যাঃ ১, পৃঃ ১৭, জানুয়ারি ১৯০৫)** আর মেকআপ যদি করতেই হয়, তাহলে মুখমণ্ডল অবশ্যই আবৃত করে রাখতে হবে। এদের চিন্তা করা উচিত যে, খোদার শিক্ষা অনুসরণ করে নিজের সৌন্দর্য গোপন করবেন, নাকি জগদ্বাসীর সামনে নিজের সৌন্দর্য ও মেকআপ তুলে ধরবেন।

সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করা যায়, এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিকটাত্মীয়, ভাইবোন, স্বামী, পিতা, তাদের সন্তানসন্ততির কথা বলা হয়েছে যে, তাদের সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। মেকআপ ইত্যাদি সাজসজ্জা তাদের সামনে প্রকাশ করা যেতে পারে, এর বাহিরে নয়। যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করার নির্দেশ রয়েছে, এর বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে তুলে ধরেছেন আর সেই সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তা-ও সেসব সৌন্দর্য, যা স্বতই প্রকাশ পায়, যেমন চেহারা, উচ্চতা, ইত্যাদি বা এ ধরনের সৌন্দর্য। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের সামনেও বা ঘরে টাইট জিন্স বা ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়াবে অথবা অশালীন পোশাক পরবে। এমন আত্মীয়স্বজনের সামনেও এ ধরনের পর্দা করা আবশ্যক।

অনুরূপভাবে আরেকটি কথা আমি মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যেও বলতে চাই, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে অনেক সাবধান থাকে। জামা'ত তাদের আদর্শ দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের স্ত্রীরাও মুরব্বীই হয়ে থাকেন। আর সব ক্ষেত্রে তাদের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমাদের নরনারী যেন লজ্জাবোধের উন্নতমান প্রতিষ্ঠাকারী হন আর আমরা সবাই যেন সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, খণ্ডঃ ২৪, সংখ্যাঃ ৫, পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত